যুগান্তর

তারিখ 7 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষক আন্দোলনের মুখে সরকার

মুসতাক আহমদ

বছরের শুরুতেই হোঁচট খাচ্ছে দেশের লেখাপড়া। পৃথক প্লাটফর্মে দেশের অধিকাংশ শিক্ষক আন্দোলনে যাচ্ছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে কলেজ পর্যন্ত লাখ লাখ শিক্ষক নানা দাবিতে নামছেন রাজপথে। দাবি আদায়ের হাতিয়ার হিসেবে তারা বেছে নিয়েছেন কর্মবিরতি আর ধর্মঘটের মতো কর্মসূচি। আজ সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে, সরকারপন্থী ও সরকারবিরোধী উভয়পন্থী শিক্ষকরা এ ধরনের কর্মসূচি নিয়ে সক্রিয় হয়েছেন। একটি সংগঠনের কর্মবিরতি ও রাজধানীতে অবস্থান কর্মসূচির মাধ্যমে যা আজই শুরু হয়ে যাচ্ছে। এর বাইরে একটি অংশ ১০ জানুয়ারি ও আরেক অংশ ১২ জানুয়ারি থেকে সারাদেশের সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবিরাম শিক্ষক-কর্মচারী ধর্মঘট শুরু করছেন। ৯ জানুয়ারি অপর একটি সংগঠনেরও ধর্মঘট শুরুর ঘোষণা রয়েছে। এর ফলে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

৩৮ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মবিরতি : সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, মাধ্যমিক স্তরের স্কুল-মাদ্রাসা, কলেজ স্তরের সব মাদ্রাসার প্রতিনিধিত্বকারী সরকারপন্থী ও সরকারবিরোধী কারিগরি এবং ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের প্রায় সব শিক্ষক সংগঠনই আন্দোলনে নেমেছে। সারাদেশে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে প্রায় ৯২ হাজার। এর মধ্যে প্রায় ২৬ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাকরি জাতীয়করণ প্রক্রিয়া শুরু করে বেসরকারি শিক্ষকদের একাংশ সরকার হাতে নিয়েছে। কিন্তু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড মর্যাদা প্রদান, সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল প্রধান শিক্ষকদের একধাপ নিচে নির্ধারণ, ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর উন্নীত, নিয়োগবিধি পরিবর্তন, প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার সৃষ্টিসহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। আগামী ১৫ জানুয়ারি তাদের লাগাতার কর্মবিরতি শুরু হবে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে— ১৫-১৭ জানুয়ারি এক ঘণ্টা করে কর্মবিরতি, ১৯-২১ জানুয়ারি ২ ঘণ্টা করে কর্মবিরতি, ২২-২৪ জানুয়ারি অর্ধদিবস এবং ২৬ জানুয়ারি থেকে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণদিবস কর্মবিরতি। সারাদেশে প্রায় ৩৮ হাজার সরকারি বিদ্যালয়

৪৫ হাজার বিদ্যালয়ে কর্মবিরতি

সরকার : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৩

সরকারপন্থীদের ধর্মঘট ১২ জানুয়ারি : সরকার সমর্থক শিক্ষক মোর্চা শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ শিক্ষা ব্যবস্থার জাতীয়করণসহ ১৭ দফা দাবিতে ১২ জানুয়ারি ধর্মঘট শুরু করবে। ওই সংগঠনের অন্যতম শীর্ষ নেতা প্রধান মোঃ শাহজাহান আলম মাসুম বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণ ও শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবি। ১ম টাকা ছাড়াছাড়া এবং ৬ষ্ঠ টাকা চিকিৎসা ভাতা শিক্ষকদের সঙ্গে রসিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। এ বাস্তবতাকে প্রতীকায় করে শিক্ষকদের কাছ থেকে মানসম্মত শিক্ষাদান আশা করা যায় না। আরও বলেন, দাবির ব্যাপারে সরকারকে পর্যাপ্ত সময় দেয়া হয়েছে। শিক্ষকদের পাশাপাশি ধারণ করেই তারা আন্দোলনে যাচ্ছেন।

ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের আন্দোলন : রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ, জাতীয় বেতন স্কেল, বেতন-ভাতাসহ দাবিতে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত আলটিমেটাম রয়েছে ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষকদের। এর মধ্যে দাবি আদায় না হলে তারাও লাগাতার কর্মসূচি পালন করবেন। এ ব্যাপারে আন্দোলন আহ্বানকারী হজরত ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষক ঐক্যপরিষদের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক বলেন, এক সময়ে দেশে ১৮ হাজার হজরত ইবতেদায়ি মাদ্রাসা ছিল। কিন্তু সরকারি হিসাবে বর্তমানে মাত্র ৬ হাজার ৮৪৮টি রয়েছে। বেতন-ভাতার অভাবে অনাহার-অর্ধাহারে থেকে বহু ১১ হাজারের বেশি মাদ্রাসা শিক্ষক পেশা পরিবর্তন করেছেন। ফলে মাদ্রাসাগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। বিদ্যমান মাদ্রাসাগুলোতে বর্তমানে ৩৪ হাজার শিক্ষক রয়েছেন। এদের মধ্যে আবার মাত্র ১ হাজার ৫১২টি শিক্ষককে ৫শ' টাকা করে ভাতা দেয়া হয়, যাদেরকে নন-এমপিও। যেহেতু তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুরূপ দিনেরবেলা লেখাপড়া করিয়ে থাকেন, তাই তাদের ওইসব বিদ্যালয়ের ছেলে বেতন-ভাতা দিতে হবে। এ দাবিতেই তারা সরকারকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত আলটিমেটাম দিয়েছেন। এর মধ্যে দাবি আদায় না হলে ২৭ জানুয়ারি থেকে তারা কঠোর আন্দোলনে যাবেন।

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষকদের আন্দোলন : একদিকে পলিটেকনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধিসহ ৮ দফা দাবিতে ৫ জানুয়ারি পূর্ণ কর্মবিরতি পালন করছেন বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষকরা। ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত এ আন্দোলন চলবে বলে জানিয়েছেন আন্দোলনে অংশ নেয়া দুটি সংগঠনের সমন্বয় কমিটির নেতা নির্মল চন্দ্র সিকদার। প্রসঙ্গ বাংলাদেশ পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতি ও বাংলাদেশ পলিটেকনিক শিক্ষক পরিষদ যৌথভাবে আন্দোলনে নেমেছে।

সরকার : আন্দোলনের মুখে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রয়েছে। দেশের অধিকাংশ শিশু শিক্ষার্থী সাধারণত এসব বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। সংশ্লিষ্টরা জানান, এর ফলে এসব শিক্ষার্থীর লেখাপড়া বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হল। আন্দোলনের ডাক দেয়া সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি আবুল আউয়াল তালুকদার জানান, ২০১০ সালের ২০ অক্টোবর থেকে তারা এসব দাবি নিয়ে কাজ করছেন। দুঃখজনক হলেও ওইদিন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে তিনি শিক্ষক নেতাদের ইতিবাচক আশ্বাস দেন। এরপর বিভিন্ন সময়ে সরকারি মহল থেকেও আশ্বাস দেয়া হয়। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ২১ অক্টোবর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ডা. মোঃ আফসারুল আমিনসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শিক্ষক নেতাদের সমঝোতা বৈঠক হয়। সে অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সরকারের দাবি মেনে নেয়ার কথা। কিন্তু সেই দাবি আদায় হয়নি।

বাদ থেকে নন-এমপিও ৭ হাজার প্রতিষ্ঠানে কর্মবিরতি : মাধ্যমিক স্তরে কেউ চাকরি জাতীয়করণ আবার কেউ শিক্ষা ব্যবস্থার জাতীয়করণসহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলনে যাচ্ছেন বেসরকারি শিক্ষকরা। সারাদেশে ৩১৭টি সরকারি বিদ্যালয় বাদে বাকি লেখাপড়া এই বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়। এসব শিক্ষকদের নিয়ে অন্তত ৩৫টি সংগঠন রয়েছে। এদের মধ্যে সরকার বিরোধীদের ২টি ধারা, সরকারপন্থীদের ২টি ধারা এবং আলাদা প্লাটফর্মে কয়েকটি ধারা রয়েছে। ওইসব ধারার মধ্যে 'নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট' আজ থেকেই আন্দোলনমুখী। তারা আজ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে লাগাতার অবস্থান ধর্মঘট শুরু করছেন। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত চলবে এ কর্মসূচি। ওই সংগঠনের সভাপতি অধ্যক্ষ মোঃ এনামুল হাবীব বলেন, শিক্ষক সমাজের জীবন বাজি রেখে। ৪ ডিসেম্বর ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার ঘনশীল বিশ্বনাথপুর নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক দিলীপ কুমার রায় ধরনেনা ও অভাব অনটনের জর্জরিত হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

সরকারবিরোধীদের কর্মসূচি : বিরোধী দল সমর্থক শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট চাকরি জাতীয়করণের ১ দফা দাবি মেনে নেয়ার জন্য ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেয় সরকারকে। ঘোষণা ছিল, দাবি আদায় না হলে তারা ১০ জানুয়ারি থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট শুরু করবেন। এ দাবিতে ঐক্যজোটের কেন্দ্রীয় নেতারা সারাদেশে শিক্ষক সমাবেশ করে শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ করছেন। বিএনপিপন্থী শিক্ষক-কর্মচারীদের বৃহৎ মোর্চা শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মোঃ হেলাল উদ্দিন বলেন, সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘুরে ঘুরে দাবির পক্ষে গণমত তৈরি হয়েছে। এখন কর্মসূচি শুরু হবে।